<u>কমিশন কর্তৃক ০৭/০৮/১১ তারিখে অনুমোদিত চার্জশীট</u>

•

ক্রমিক নং	:	০১
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	আটপাড়া(নেত্রকোন) থানার মামলা নং-০৮, তাং- ৩১/১০/২০০১ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ময়মনসিংহ ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	জনাব খাজা মতিয়ার রহমান, প্রধান শিক্ষক, শুনই নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পিতামৃত-খোদা নেওয়াজ, সাং-শুনই, থানা-আটপাড়া, জেলা-নেত্রকোনা।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয়ে একই সময়ে ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক হিসাবে চাকুরী করে বেতন ভাতা বাবদ ২০,৪৬৫/১০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী জনাব খাজা মতিয়ার রহমান ০১/০১/১৯৮০ হতে ০৪/০৪/১৯৯৮ ইং তারিখ পর্যন্ত বারহাট্টা থানার সাহতা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় জেলার আটপাড়া থানাধীন শুনই নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯৫ সনের জানুয়ারী মাস হতে ১৯৯৭ সনের জুন মাস পর্যন্ত মজিবর রহমান নাম ধারন করে প্রধান শিক্ষক হিসাবে চাকুরী করে প্রতিষ্ঠান হতে ২৭,৫৬৪/১০ টাকা গ্রহণ করেন। পরে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে গত ৩০/০৯/৯৮ ইং তারিখে সোনালী ব্যাংক আটপাড়া শাখায় ৭,০৯৯/-টাকা জমা করেন। জমা দেয়া টাকা বাদ দেয়া হলে আসামী কর্তৃক আত্মসাতকৃত টাকার পরিমান দাঁড়ায় ২০,৪৬৫/১০ টাকা। আসামী খাজা মতিয়ার রহমান প্রধান শিক্ষক, সাহতা উচ্চ বিদ্যালয় এর বিরুদ্ধে একই সময়ে আটপাড়া থানার শুনই নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জালিয়াতি ও প্রতারণামূলকভাবে মজিবর রহমান নাম ধারন করে প্রধান শিক্ষক হিসাবে ২০,৪৬৫/১০ টাকা উত্তোলনপূর্বক আত্মসাতের অভিযোগ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

কমিশন কর্তৃক ০৭/০৮/১১ তারিখে অনুমোদিত চার্জশীট

•

ক্রমিক নং	:	০২
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	খুলনা(সদর) থানার মামলা নং-২০, তাং- ২১/০৬/২০০০ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব রবীন্দ্রনাথ চাকী, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, খুলনা।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	শেখ আতিয়ার রহমান, প্রধান সহকারী (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ারের কার্যালয়, টেলিকম, খুলনা, পিতামৃত- হাফিজ উদ্দিন শেখ, ৫২/২ (৫২/৩) সার্কুলার ইস্ট লেন, দক্ষিন টুটপাড়া, খুলনা।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে স্থাবর সম্পদ ৬,৬০,৭৮২/-টাকা ও অস্থাবর সম্পদ ১,৫৩,৩০৪/২০ টাকা অর্থাৎ মোট (৬,৬০,৭৮২+১,৫৩,৩০৪.২০) =৮,১৪,০৮৬.২০ টাকার সম্পদ গোপন করার অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী শেখ আতিয়ার রহমান তার দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে বাড়ী নির্মাণ ব্যয় ৭,০৫,০০০/-টাকা উল্লেখ করেন। সম্পদ বিবরণী যাচাইকালে নিরপেক্ষ প্রকৌশলী দ্বারা পরিমাপ করে বাড়ী নির্মাণ ব্যয় ১৩,৫২,২৭২/-টাকা পাওয়া যায়। অর্থাৎ তিনি ৬,৪৭,২৭২/-টাকার স্থাবর সম্পদ গোপন করেন। তিনি দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ০.০৬১৮৭৫ একর জমি ৯৫,০০০/-টাকায় ক্রয় প্রদর্শন করলেও জমি ক্রয়ে স্ট্যাম্প খরচ বাবদ ১৩,৫১০/-টাকা সম্পদ বিবরণীতে উল্লেখ না করে গোপন করেন। তাছাড়া তিনি সোনালী ব্যাংক কর্পোরেট শাখা খুলনায় সঞ্চয়ী হিসাবে জমাকৃত ১,৫৩,৩০৪/২০ টাকা স্থিতি সম্পদ বিবরণীতে প্রদর্শন না করে গোপন করেন। শেখ আতিয়ার রহমান এর বিরুদ্ধে ৮,১৪,০৮৬/২০ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ গোপনের অভিযোগ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।